দামুড়হুদায় লকডাউনে কঠোর অবস্থানে পুলিশ! দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন ইউএনও দিলারা রহমান

দামুড়হুদা উপজেলায় লকডাউনের ১২তম দিন কঠোর অবস্থানে পুলিশসহ সরেজমিনে ইউএনও দিলারা রহমান গতকাল শনিবার ছিলো দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে লকডাউনের ১২তম দিন। কঠোর অবস্থানে ছিলো পুলিশ প্রশাসন।

গ্রামে গ্রামে টহল সহ রাস্তার প্রবেশদ্বার গুলোই পুলিশ ছিলো কঠোর ভুমিকায়। জানাগেছে, দামুড়হুদা শহর, দর্শনা পৌর এলাকার গ্রামে গ্রামে টহল সহ সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশের ততপরতা ছিলো কঠোর। রাস্তায় বিভিন্ন অজুহাতে চলাচলকারী মানুষের সংখ্যা ছিলো কম।

লকডাউন বাস্তবায়নের বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আঃ খালেক বলেন, আমরা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দামুড়হুদা সদর সহ ৭ টি ইউনিয়নের অলিতে গলিতে টহল জোরদার করে সাধারন জনগনের অযথা চলাচল সহ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কোন যানবাহনের চলাচলের উপরে কঠোরতা অবলম্বন করে চলেছি, পাশাপাশি মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুখে মাস্ক পরিধান নিশ্চিতে কাজ করে চলেছি। একপ্রকার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ লকডাউন বাস্তবায়নে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে।

ওদিকে লকডাউন বাস্তবায়নে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, আমরা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছি। সর্বসাধারনের অযথা (জরুরী পরিসেবা ছাড়া) রাস্তায় চলাচল ও বিভিন্ন দিক খেয়াল রেখে কঠোর ভুমিকা পালন করছি। গ্রামে গ্রামে টহলও ছিলো জোরদার।

অপরদিকে লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, আমারা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে কঠোর ভাবে কাজ করে চলেছি। ৪ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে জরিমানা আদায় সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সর্বসাধারনের অবগতি করানো, অযথা রাস্তায় চলাচল, পাড়া মহল্লা অলিতে গলিতে আড্ডারতদের ঘরে থাকতে পরামর্শ সহ স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে দামুড়হুদা উপজেলা ব্যাপী কঠোর ভাবে কাজ করে চলেছি।

এদিকে গলাইদড়ি ব্রীজের মুখে আনছার বাহিনী, গ্রাম পুলিশ ও থানা পুলিশের ভুমিকাও ছিলো কঠোর। দর্শনা মুজিবনগর সড়ক ছিলো প্রায় জনমানুষ শূন্য। গতকাল শনিবার দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে কঠোর লকডাউনের চিত্র উঠে আসে।

দামুড়হুদা সীমান্তে বিজিবি হাতে ভারতীয় প্রায় ১৫ কেজি রুপার গহনাসহ ২জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তে বিজিবি হাতে ভারতীয় প্রায় ১৫ কেজি রুপার গহনাসহ ২জন চোরাচালানী আটক করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তের হৈইবৈতপুর পাকা রাস্তার উপর থেকে একটি মটরসাইকেল রুপার গহনাসহ ২ জন কে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তের দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নান্তিপুর গ্রামের মোঃ নওশদ আলির ছেলে মো: জিসান আলী হৃদয় (২০) ও একই গ্রামের মোঃ জিয়াউর রহমানের ছেলে মোঃ বিপুল হোসেন (২১)। বিকেলে এদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে সোর্পদ করেছে বিজিবি।

বিজিবি জানায়, শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভারত থেকে একটি রুপার বড় চোরাচালান আসবে এমন তথ্যে পেয়ে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক লে: কর্ণেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পিএসসি সহ বড়বলদিয়া সীমান্ত ক্যাম্পের ইনচার্জ নায়েক মো: জুলহাস আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তের মেইন পিলার ৮৩ নং নিকট হতে ১ কিলোমিটার হৈইবৈতপুর পাকা রাস্তা উপর অবস্থান নেয়।

এসময় ভারত সীমান্তের দিক থেকে একটি মটরসাইকেলে আসামী মোঃ জিসান আলী হৃদয় ও মোঃ বিপুল হোসেন চোরাচালানী আসলে তাদের গতি রোধ করে আটক করে চুয়াডাঙ্গা বিজিবি ব্যাটালিয়ন সদরের আনা হয়।

পরে আটককৃতদের মটরসাইকেল তল্লাশি করে অভিনব কায়দায় তেলের ট্রাংকিতে রাখা ১৪ কেজি ৮ শ ৫০ গ্রাম রুপার বিভিন্ন গহনা ২টি মোবাইল ফোন ও নগত টাকা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ২০ লক্ষ ৪২ হাজার ৫ শ ৬৮ টাকা।

কুষ্টিয়ায় র্যাবের অভিযানে ২ ভুয়া চিকিৎসক আটক

বিডিএমসিতে নিবন্ধন না করে স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক হিসেবে রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করার অপরাধে কুষ্টিয়ায় মোঃ কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলাম নামে দুই ভুয়া চিকিৎসককে আটক করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের কাটাইখানা মোড় ও চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়ার র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করে।

আটককৃত মোঃ কামাল হোসেন শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার মৃত রহিম বক্সের ছেলে। তিনি কাটাইখানা মোড়স্থ মডার্ণ ডেন্টাল কেয়ার চেম্বারে রোগী দেখতেন।

মিরাজুল ইসলাম চৌড়হাস এলাকার মৃত নুর মোহাম্মদ এর ছেলে। তিনি চৌড়হাস মোড়ে ফুলতলা এলাকার সজিব মেডিকেল হলের চেম্বারে রোগী দেখতেন।

র্যাব সুত্রে জানা যায়, শনিবার বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ভূয়া প্রেসক্রিপশনসহ কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলামকে আটক করা হয়। আটককৃত কামাল হোসেন ও মিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিডিএমসিতে নিবন্ধন না করে নিজের নামের পূর্বে ডাক্তার ব্যবহার করে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একজন স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক হিসেবে রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করে। যা বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এর ২২ (২)/২৮ (১) ধারার অপরাধ করেছে। এ ব্যাপারে আটককৃত দুইজনের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায়

মেহেরপুর আনসার ও ভিডিপির সদস্যদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি সকল সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ও ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রী, প্লাটুন কমান্ডারদের মাঝে বাইসাইকেল, ছাতা ও সান্তনা পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার বেলা এগারোটার দিকে জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনসার সদস্যদের হাতে বাইসাইকেল তুলে দেন জেলা আনসার ও ভিডিপি জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ রাকিবুল ইসলাম।

এসময় জেলা কমান্ড্যান্ট রাকিবুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার যতটি স্তর রয়েছে প্রত্যক জায়গা থেকে বাংলাদেশ আনসার বাহিনীর ভুমিকা ছিল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৭১ সালে যখন স্বাধীনতার শুরু সেই সময় আনসার বাহিনীর প্রশিক্ষন চলমান ছিল সারা দেশে। যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেছে তখন আনসার বাহিনী চিন্তা করেছে এই অস্ত্র পাক-বাহিনীর হাতে দেওয়া যাবে না। তিনি আরও বলেন, সেই সময় ৪২ হাজার থ্রি নট-থ্রি অস্ত্র যুদ্ধের জন্য চলে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। তৎকালিন সময়ে যেহেতু আনসার সদস্যরা প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ছিল সেই জন্য তারা মুক্তি বাহিনীদের প্রশিক্ষনে সহয়তা প্রদান করেন। দেশকে এগিয়ে নিতে আনসার বাহিনীর ভুমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি।

সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ইসরাফিল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ম্যানেজার মামুনুর রহমান প্রমূখ।
এসময় ৭ জন ইউনিয়ন দলনেতা, প্লাটুন কমান্ডার, ইউনিয়ন দলনেত্রী, দুজন সদস্যকে ছাতা ও ৪০ জন আনসার সদস্যদের সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

[redacted]

[redacted]

ট্রাকযোগে আলমডাঙ্গায় পৌছাই।

উল্লেখ্য, গত ২০০৭ সালে নির্মিত এ ট্রান্সফরমারটি মাদারিপুর সাবষ্টেশনে দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করেছে। ওই সাবষ্টেশনটি ১০ এমভির স্থানে ২০ এমভিতে রুপান্তরিত হওয়ায় এ ট্রান্সফরমাটি বাতিল করা হয়। পরে, পূণরায় সংস্কার করে রাখা হয়। দীর্ঘ ১৪ বছর ব্যবহৃত ট্রান্সফরমারটি আলমডাঙ্গা বিদ্যুৎ গ্রাহকের জন্য কতটা সুবিধা এনে দিবে এটাই দেখার বিষয়।

ট্রান্সফরমারটি পূণরায় আলমডাঙ্গায় স্থাপন করা সময় পরিদর্শন করে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘ কয়েকদিনের ভাপসা গরমের পাশাপাশি লো-ভোল্টেজের কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা। গত রবিবার বজ্রপাতের কারণে ট্রান্সফরমারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি স্থাপন করা হলে অন্তত চলমান গরম থেকে রেহায় পাওয়া যাবে।

মুজিবনগরে লক ডাউনের তৃতীয়দিনেও থেমে নেই চলাচল

দিন যতই যাচ্ছে, ততই বেড়ে চলেছে জনসাধারনের চলাচল।অযাথা বাইরে ঘোরাফেরা করছে অনেকেই। এছাড়া থেমে নেই পাখিভ্যান,অটোরিক্সা। মুজিবনগরে লক ডাউনের তৃতীয় দিন আজ। যেখানে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নিশেধাঙ্গার ভিতরে অটো, পাখি ভ্যান চলাচল একদম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে সেই নিষেধাঙ্গা অমান্য করে চালিয়ে যাচ্ছে যাত্রী বহনকারী গাড়ি।

শনিবার দুপুর বারোটার দিকে কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে অটো ও পাখি ভ্যান দাড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। জনসাধারন অযাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক। অধিকাংশ মানুষের মুখে নেই মাস্ক। মেহেরপুর জেলায় খুব দ্রুত আকারে করোনা সংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৫ দিনের কোঠর লকডাউন আরোপ করেছে জেলা প্রশাসন। বিঙ্গপ্তিতে উল্যেখ করা হয়েছে,লকডাউন চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র জরুরী কাজে ব্যবহৃত ওষুধের

দোকান ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা যাবে।

এছাড়া হোটেল রেস্তোরা সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, কাঁচাবাজার সীমিত সময়ের জন্য খোলা রাখা যাবে। এছাড়া পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সকল ধরণের চায়ের দোকান, ইজিবাইক চলাচল, পাখি ভ্যান চলাচল । মোটরসাইকেলে শুধুমাত্র চালক একা চলাচল করতে পারবে। রিক্সাতে জরুরী প্রয়োজেনে এক জন যাত্রী চলাচল করতে পারবে। গত মঙ্গলবার বিকালে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির কমিটির এক জরুরী (জুম) সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

ঝিনাইদহে এটুআই কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এটুআই কর্তৃক “কুটির, মাইক্রো,ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে সিএমএসএমই শিক্ষাণবিশি কর্মসূচীর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এর জন্য ২৫ জুন শুক্রবার সকাল ১০টায় দু’দিন ব্যাপী প্রশিক্ষকদের (MCP) শিক্ষণবিশি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) এর উদ্ধোধন করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোঃ মজিবর রহমান, জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ
বিশেষ অতিথি মোঃ সেলিম রেজা পিএএ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।
সভাপতিত্ব করেন মোঃ এস.এম. শাহীন, উপজেলা নির্বাহী আফিসার ঝিনাইদহ সদর,ঝিনাইদহ ।
এসময় তিনি বলেন, দেশের কর্মহীন মানুষের কর্মঠ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কাজে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা যায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কাজের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি ও তাদের পণ্য রপ্তানি করা যায় । জনশক্তিকে শক্তিতে তৈরী করতে হলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।কারন প্রশিক্ষণের

মাধ্যমে অজানা কিছু তথ্য এর মাধ্যমে জানা যায়।যা জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগে। একজন প্রশিক্ষণ নেয়া ব্যক্তি তার কর্মক্ষেত্রে ভাল স্থান তৈরী করতে পারে।তাই জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ নেয়া উচিৎ ।
তিনি আরো বলেন,জনশক্তি তৈরী করতে হলে আমাদের যুবক শ্রেণীর জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কেননা বিশ্বের বেশীরভাগ মানুষই যুবক। উন্নয়নমূলক কাজে যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রশিক্ষিত যুবসমাজ প্রতিটি দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই জনসংখ্যাকে বোঝা না মনে করে তাদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করলে তা দেশের জন্য আশির্বাদ হয়ে আসবে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণও কারিগরি জ্ঞানের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিনত করতে পারলে দেশ উন্নত হবে।
প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনুপ কুমার অধিকারী উপজেলা কো-অর্ডিনেটর ঝিনাইদহ সদর, “কুটির, মাইক্রো,ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে সিএমএসএমই শিক্ষাণবিশি কর্মসূচীর ২০ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করান।

শৈলকুপায় মাছের প্রজনন মৌসুমে জেলেদের হাতে মাছ নিধনের চায়না জাল,

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মাছের প্রজনন মৌসুমে জেলেদের হাতে মাছ নিধনের চায়না জাল দেশী মাছের প্রজনন মৌসুমে নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের পর এবার ভয়ঙ্কর চায়না জালের ফাঁদে দেশীয় প্রজাতীর সব মাছ। সহজে অনেক মাছ ধরা আশায় নদ-নদী জুড়ে জেলেরা ব্যবহার করতে শুরু করেছে এই চায়না জাল। নদ-নদীতে থাকা মিঠা পানির সব ধরণের দেশীয় মাছ সূক্ষ এই চায়না জালে ধরা পড়ছে। বিশেষ করে নদ-নদীতে পানি বৃদ্ধির এই প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা চিংড়ি, পুঁটি, টেংরা, কই, শিং ,মাগুর, তেলাপিয়া, বেলে, বোয়াল, শোল, টাকি সহ প্রাকৃতিক সব মাছ এই সর্বশেষ প্রযুক্তির চায়না জালে নিধন হচ্ছে।

জানা গেছে, দেশের ফরিদপুর,মুন্সিগঞ্জ, মাগুরা,পাবনার বেড়া উপজেলা সহ বিভিন্ন স্থানে রয়েছে আধুনিক চায়না জালের কারখানা। শৈলকুপা উপজেলার হাই স্কুল রোডে এর কয়েকজন ডিলার রয়েছে। নদী পাড়ের

বাসিন্দা ও জেলেদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এক পিস চায়না জালের দাম ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা। সাধারণত ৫২ হাত লম্বা হয়ে থাকে এ জাল, লোহার ৪টি সিক দিয়ে খোঁপ- খোঁপ আকারে থাকে। সূক্ষ ঘন চায়না জালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নদীতে মাটির সাথে লম্বা-লম্বি ভাবে লেগে থাকে এবং দুদিক থেকে মাছ ঢুকতে পারে। চায়না জালের এ ফাঁদে মাছ ধরতে মাছের কোন খাবার বা টোপ দিতে লাগে না। ফলে চিরায়িত মাছ ধরার যেসব কৌশল দিয়ে মাছ ধরে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তারা হতাশ এমন পদ্ধতিতে । দেখা গেছে, জেলেদের চেয়ে এই চায়না জালের সহজ ফাঁদে মাছ ধরতে নেমেছে মৌসুমী শিকারী, ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কুমার নদে এই চায়না জাল দিয়ে অবাধে মাছ শিকার করা হচ্ছে । কয়েকশ গজ দূরে দূরে চায়না জাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হচ্ছে। কেউ কেউ ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে নিয়েছে কুমার নদের পাড়ে। ডিঙি নৌকা নিয়ে প্রতিদিন বিকাল থেকে শুরু হয়ে যায় এই জাল পাতার প্রক্রিয়া। সারারাত পেতে রাখার পর সকাল থেকে চলে জাল গোছানোর পালা। জালে ধরা পড়ে একে একে দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় সব মাছ। শুধু মাছই নয় নদীতে থাকা কোন জলজ প্রাণীও রক্ষা পাচ্ছে না। এমনকি মাছের ডিমও ছেকে উঠে এই চায়না জাল থেকে ।

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বুক চিরে প্রবাহিত এক সময়কার খরস্রোতা কুমার নদটি এমনিতেই পানির অভাবে মৃত প্রায়, হয়ে পড়েছে মাছশূণ্য। এখন বর্ষা মৌসুমে নদে চরাঞ্চলে যখন কিছুটা পানির দেখা মিলেছে এর ভেতরে এই চায়না জালের ব্যবহারে কোন ধরনের মাছের বংশ থাকছে না পানিতে।

চায়না জালে মাছ ধরার মহোৎসবে মেতেছে এক শ্রেণীর মৌসুমী মাছ ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা। সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার গাড়াগঞ্জ থেকে শুরু করে একই উপজেলার আবাইপুর গ্রাম পর্যন্ত ২৫ কি.মি. নদের জায়গা জুড়ে নিষিদ্ধ চায়না জাল দিয়ে মাছ শিকার করা হচ্ছে।

মাছ শিকার করতে আসা গোবিন্দপুর গ্রামের আসলাম বলেন, এই জাল সারারাত নদীতে পেতে রাখি, সকাল হলেই জাল তুলে ফেলি, জালে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পেয়ে থাকি। এই জাল দিয়ে মাছ শিকার করা ঠিক না, জেনেও কিছু মাছ পাওয়ার আশায় একাজ করে থাকি। ঝাউদিয়া গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী নিমাই বলেন, এভাবে মাছ শিকার করা ঠিক না এভাবে কারেন্ট চায়না জাল দিয়ে মাছ মারলে,কিছুদিন পর নদীতে আর কোন মাছ পাওয়া যাবে না। নদী পাড়ের বাসিন্দা বিজুলিয়া গ্রামের কিবরিয়া মোল্লা বলেন, কিছুদিন পরে মিঠা পানির এসব মাছ আর মিলবে না

ভয়ঙ্কর চায়না জালের ব্যবহার বন্ধ না হলে ।

শৈলকুপা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন, চায়না জাল দিয়ে মাছ শিকার একটা বে-আইনী কাজ, খুব তাড়াতাড়ি কুমার নদে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

শৈলকুপার নদ-নদীতে এভাবে অবৈধ চায়না জাল দিয়ে মাছ শিকার করা ঠিক না উল্লেখ করে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন , অবশ্যই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। কোন ভাবেই নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ ধরতে দেওয়া যাবে না।

সোহেল রানার অসহায় জীবনযাপন; বিত্তবানদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সদর ইউনিয়নের রাগামারা এলাকার মোঃ সোহেল রানা স্কয়ারে এমব্রয়ডারি সেকশনে চাকরি করতেন।গত ৪ নভেম্বর ২০১০ সালে কোম্পানির স্টাফ গাড়িতে সরড় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

অবস্থা অবনতি ঘটলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা স্কয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়। এখানে পরীক্ষা করে দেখে যায়, তিন নাম্বার পাইনালস্কট মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। পরে অপারেশন কনে দুই সপ্তাহ পর সাভার সি আর পি থেরাপির জন্য পাঠানো হয়। সেখানে প্রায় দুই মাস চিকিৎসা নেয় সাবেক গার্মেন্টস কর্মী সোহেল রানা। চিকিৎসার পর হুইল চেয়ার দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় সোহেল রানাকে।

সি আর পিতে শারীরিক কোন উন্নতি না হওয়ায় ডাক্তার জানান সম্পূর্ণ সুস্থতা অনিশ্চিত। সোহেল রানার প্রতি মাসে ঔষধ বাবদ আড়াই থেকে তিন হাজার টাকার প্রয়োজন পড়ে।

সোহলে রানা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আজ দশ বছর হুইল চেয়ারের সাহায্যে জীবন যাপন করছেন। দূর্ঘটনার পর অর্থের অভাবে সঠিক

চিকিৎসা করতে না পারায় হাত-পা সহ কোমড়ের নীচের অংশ অবস হয়ে পরে। এখন খাওয়া দাওয়া সহ প্রস্রাব পায়খানা অন্যের সাহায্যে করতে হয়।

বর্তমান অবস্থায় সংসার জীবনে সোহেল রানার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে অর্থাভাবে কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এক দিকে নিজের খরচ অন্যদিকে ছেলে মেয়ে লেখা পড়ার খরচ। অভাব অনটনের সংসার। সোহেল রানার সংসারে উপার্জন করার মত কেউ নেই।

আসুন একজন মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ায় মানবতার সেবায়।

আপনারা সোহেলকে আর্থিক সহযোগিতা করতে চাইলে উল্লেখিত নাম্বারে যোগাযোগ করুন-
বিকাশ ০১৭৫১ ১৯৯৩৪৭

ঝিনাইদহে এটুআই কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এটুআই কর্তৃক “কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে সিএমএসএমই শিক্ষানবিশি কর্মসূচীর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এর জন্য ২৫ জুন শুক্রবার সকাল ১০টায় দু’দিন ব্যাপী প্রশিক্ষকদের (MCP) শিক্ষানবিশি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT)) এর উদ্ধোধন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ সেলিম রেজা পিএএ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী আফিসার মোঃ এস.এম. শাহীন।

এসময় জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান তিনি বলেন, দেশের কর্মহীন মানুষের কর্ম করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। উপযুক্ত